



কর্তব্যবোধে সার্থক জীবন: ইমানুয়েল কান্টের নীতিদর্শনের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

চঞ্চল মুখার্জী

গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 26.09.2026; Accepted: 29.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The discussion of morality in the context of ethics is very significant. Morality mainly focuses on voluntary action of humans. We sometimes consider humans to be moral and sometimes immoral. Again, we sometimes feel that one action is right and another is not right in some cases. Then the question arises, what is rightness or morality? We usually think of rightness or morality as judging the good or bad of a voluntary action. It can be better said that the action in which people have complete freedom of expectations, responsibilities, duties, good and bad, etc. Although in ethics, good and bad differ according to the field. We generally consider good actions morally good. On the other hand, we consider actions that are not morally good as bad. But in ethics, different views can be observed on good and bad. One of those views is utilitarianism and deontology. In the context of good and bad, utilitarianism believes that an action is called morally good only based on the results of that action. That is, the work that does the greatest happiness for the number of people is ethical, and the work that does not do the greatest happiness for the greatest number of people is not ethical. On the other hand, deontology believes that the work that a person does only through duty is ethical. That is, it is not considered that any work should be done in terms of good or bad, but rather that any work should be done only through duty. In deontology, any work is completed only through duty. The result of that duty can be good or bad in the future. However, the main basis of Kant's deontology is goodwill. Good will is the discipline of conscience. Acting according to duty through the discipline of that conscience is the right thing to do according to Kant. In this context, the article under discussion will only discuss Immanuel Kant's deontology. Then the question arises that is, is deontology the only criterion of morality? And if duty is the only criterion, is it possible to act in our daily lives by following that duty? Questions such as these will be discussed in this article.

Keywords: Kantian Ethics, Deontology, Good will, Categorical imperative

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় মানুষের নৈতিকতা প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে অন্যতম হল উপযোগবাদ এবং কর্তব্যবাদ। উপযোগবাদী মতবাদের প্রবক্তা জেরোমি বেঙ্হাম। এছাড়াও উপযোগবাদ সম্পর্কে জন্ মিলের মত লক্ষ্য করা যায়। উপযোগবাদ সম্পর্কে আমরা সাধারণত লক্ষ্য করি যে, সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ। অর্থাৎ যে কাজ সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে, সেই কাজ নীতিগতভাবে ভালো। আর যে কাজ সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে পারে না, সেই কাজ নীতিগতভাবে মন্দ। সুতরাং উপযোগবাদে সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের কামনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উপযোগবাদ সমস্ত ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করতে পারে না। যেমন- ধরা যাক কোন একটি সরকারি প্রকল্প 100 জন মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হল। সেখানে ওই প্রকল্প বা কাজটি যদি ৬০ জন বা ৭০ জন মানুষের উপকার হয় বা কল্যাণ হয় তাহলে উপযোগবাদ অনুযায়ী সে কাজটি ভালো। কিন্তু এক্ষেত্রে কখনো ১০০ জন মানুষের কল্যাণের

কথা বলা হয় না। কিন্তু অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত মত হল কান্টের কর্তব্যবাদ। ইমানুয়েল কান্ট হলেন কর্তব্যবাদের মূল প্রবক্তা। কর্তব্যবাদ বা 'Deontology' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Deon' বা 'Duty' থেকে। গ্রীক শব্দ 'Deon' শব্দের অর্থ হল কর্তব্য বা 'Duty' এবং 'Logos' শব্দের অর্থ বিজ্ঞান বা তত্ত্ব। সুতরাং 'Deontology' হল কর্তব্যসংক্রান্ত বিজ্ঞান। কর্তব্যবাদ মনে করে যে, কোনো কাজের ভালো-মন্দ বা নৈতিকতা তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না বরং কোন কাজের নৈতিকতা নির্ভর করে কেবল কর্তব্যের উপর। অর্থাৎ কর্তব্যবাদ হল ফলাফলনিরপেক্ষ। সেই কর্তব্যের ফলাফল ভালো হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে। অর্থাৎ এখানে কেবল কর্তব্য হল নীতি নির্ধারণের মানদণ্ড। তবে এপ্রসঙ্গে কান্ট মনে করেন যে, কর্তব্য নির্ধারণের চাবিকাঠি হল সদিচ্ছা (Good will)। কেবল সদিচ্ছার দ্বারা একজন ব্যক্তি তাঁর কর্তব্যকর্মকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে। সেই সদিচ্ছায় থাকে না কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কোন ফলাফল। সম্পূর্ণ ফলাফল বর্জিত হয়ে কেবল কর্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে বলে কান্ট মনে করেন। প্রসঙ্গত কান্টের 'Deontology' বা কর্তব্যবাদের ধারণাটির সাথে প্রাচ্যের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনেকাংশে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, কোন ফলের আশা না করে কেবল কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অনুসারে বলা যায় যে, ব্যক্তির কেবল কর্মে অধিকার আছে, কর্মের ফলে তার কোন অধিকার নেই। সেখানে কেবল ফলাফল বর্জন করে কর্ম সম্প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, গীতার কর্মের সাথে কান্টের কর্তব্যবাদের অনেকাংশে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কান্টের কর্তব্যবাদ:

কান্টের কর্তব্যবাদের মূল নীতি হল 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' (Duty for the sake of duty)^১। তাঁর মতে কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ বর্জিত। কেননা কর্তব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়। এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, মানুষের কোন কাজ যদি লাভ-অলাভ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ এবং সহানুভূতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহলে সেই কাজ নীতিগতভাবে যথাযথ বলে কান্ট মনে করেন না। কেননা সেই কাজে থাকে কেবল ফলাফল। ফলে তাঁর মতে কোন কাজের ফলাফল নীতিনির্ধারণের মানদণ্ড হতে পারে না। তিনি মনে করেন যে, কেবল কর্তব্য হল নীতিনির্ধারণের মানদণ্ড। যেখানে কোন ফলাফল প্রাধান্য পায় না। অর্থাৎ আমরা যে সকল কর্ম দৈনিক জীবনে করে থাকি সেই কর্মগুলিকে কর্তব্যবোধ থেকে করা উচিত। কেননা কোন ভয়, ভালোবাসা বা লোভের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোনো কাজ করলে সেই কাজের কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। সুতরাং কান্টের কর্তব্যবাদ থেকে বলা যায় যে, আবেগের বশবর্তী না হয়ে, ব্যক্তির কেবল নিজ কর্তব্যবোধ থেকে কর্ম করা উচিত। সেখানে কোন প্রকার আবেগ, অনুভূতির স্থান থাকবে না। তাঁর মতে কর্তব্যবোধ থেকে করা কাজের নৈতিক মূল্য সেই কাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকে না (An action done from duty has its moral worth, not in the purpose to be attained by it)^২। এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, মানুষের মনে কর্তব্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল সদিচ্ছা। তাঁর মতে সদিচ্ছা হল বোধশক্তি বা কর্তব্যবোধ দ্বারা পরিচালিত ইচ্ছা। তাই কান্টের দর্শনে কর্তব্য ও সদিচ্ছা দুইটি ধারণার মধ্যে উপাদানগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেই উপাদানগত সাদৃশ্য হল বিশুদ্ধতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। তিনি মনে করেন যে, ইচ্ছা যখন ফলাফল, কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সেগুলির কোন কর্তব্যবোধ

^১ H.J.Paton, *Kant: The Moral Law*, 68.

^২ H.J.Paton, *Kant: The Moral Law*, 71.

থাকে না। তাঁর মতে কর্তব্যবোধ হল নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে কাজ করার আবশ্যিকতা (Duty is the necessity to act out of reverence for the law)^৩। সুতরাং কান্টের মতে, কর্তব্যবোধের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা কখনো আকর্ষণ, প্রবণতা ও লোভ ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই না। তাঁর মতে নৈতিক কর্তব্যবোধ শুধুমাত্র বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা হল সদিচ্ছা। সদিচ্ছাকে কর্মনীতি রূপে গ্রহণ করে কান্ট কর্তব্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কান্টের কর্তব্যবাদ সুখবাদ এবং উপযোগবাদের ফলমুখী নৈতিকতাকে পরিহার করে কেবল কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য নৈতিকতাকে গ্রহণ করেন। যে নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে বিবেকের অনুশাসনের নির্দেশ দিয়ে থাকে। তাই তিনি মনে করেন যে, সদিচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে বিবেকের অনুশাসনে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সাধন হল নৈতিক কর্ম। অন্যদিকে যে কর্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি, করুণা ও প্রেম বা কামনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাঁর মতে সেই কর্ম সার্বজনীন হতে পারে না। এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক 'ব্রড' এই ধরনের কাজকে প্রবৃত্তিমূলক কর্ম (Pathological Action) বলে মনে করেন। যেমন- কোনো ভিক্ষুককে দেখে যদি কেউ তাকে ভিক্ষা দেয় তাহলে সেই কাজ কান্টের মতে নৈতিক বলা যাবে না। কেননা কান্টের মতে নৈতিক কাজ হল যুক্তিভিত্তিক, সার্বজনীন, আবেগ ও অনুভূতি বর্জিত। তাঁর মতে কেবল বিবেকের অনুশাসনের দ্বারা 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' হল প্রকৃত নৈতিক কর্ম। তিনি মনে করেন নৈতিক কর্ম কোনো বাহ্যিক শর্তের ওপর নির্ভর করে না। তাঁর মতে নৈতিক কর্ম নির্ভর করে মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের অনুশাসনের দ্বারা নিঃশর্ত অনুজ্ঞার উপর। আর নিঃশর্ত অনুজ্ঞা হল সদিচ্ছা। তাই তাঁর কর্তব্যের সঙ্গে সদিচ্ছা অঙ্গঙ্গীভাবে সম্পর্কিত।

সদিচ্ছা:

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তাঁর "Groundwork of the Metaphysics of Morals" গ্রন্থে 'সদিচ্ছা' (Good will)-এর আলোচনা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর নীতিবিদ্যায় 'সদিচ্ছা'-এর ধারণা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, সদিচ্ছা হল তাই যেটি স্বকীয় মূল্যেই তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণে সক্ষম (...a good will as its highest practical destination, and in attaining this purpose is capable only of a satisfaction of its own proper kind...)^৪। তাঁর মতে কেবল 'সদিচ্ছার' ধারণা হল শতহীনভাবে ভালো।

সদিচ্ছা প্রসঙ্গে কান্ট মনে করেন যে, বুদ্ধি, সাহস এবং মনের অন্যান্য যে গুণগুলি রয়েছে সেই গুণগুলির থেকে সদিচ্ছা হল অনন্য (Unique)। কেননা সেই গুণগুলি কখনো কখনো খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, সদিচ্ছা কেবল ভালো এবং সদিচ্ছা কখনো কোন ফলাফলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। যেমন- কোনো ডাক্তারবাবু যখন একজন রোগীকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য অস্ত্রপ্রচার করেন এবং রোগীটি মারা যায় এক্ষেত্রেও কাজটি নৈতিকভাবে ভালো কর্ম। কেননা, ডাক্তারটির উদ্দেশ্য ছিল রোগীটিকে বাঁচানো। সদিচ্ছা প্রসঙ্গে কান্ট আরও মনে করেন যে, সম্পদ বা ক্ষমতা মানুষের মনে অহংকারের বিকাশ ঘটায়। কিন্তু সদিচ্ছা ক্ষমতা ও অহংকারের বিকাশ ঘটাতে পারে না। কেননা, সদিচ্ছা মানুষের কাজকে সংশোধন করে কেবল কর্তব্য সাধনের মধ্যে দিয়ে (A good will is manifested in acting for the sake of duty)^৫। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সাহস হল মানুষের ভালো গুণ। কিন্তু একজন ডাকাত যদি সাহসের

^৩ H.J.Paton, *Kant: The Moral Law*, 72.

^৪ T. K. Abbott, *Kant's Critique of Practical Reason and other Works on the Theory of Ethics*, 12.

^৫ H.J.Paton, *Kant: The Moral Law*, 10.

সাথে ডাকাতি করে তবে সেই সাহস মন্দ কাজের সহায়ক হয়ে ওঠে। আবার বুদ্ধিও একটি ভালো গুণ। কিন্তু অপরাধী যদি বুদ্ধিকে খারাপ কাজে ব্যবহার করে তাহলে সেই বুদ্ধি মন্দ কাজের সহায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু কান্ট মনে করেন যে, সদৃষ্টি কখনো কোনো খারাপ কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। কেননা, সদৃষ্টি কোনো শর্তের উপর নির্ভর করে না। সদৃষ্টি সব পরিস্থিতিতে ভালো হয়ে থাকে। সাধারণত আমরা কোনো কাজের ভালো-মন্দ বিচার করি তার শর্তের উপর নির্ভর করে বা সেই কাজের ফলাফলকে লক্ষ্য করে। কিন্তু কান্টের মতে, সদৃষ্টি কোনো কাজের ফলাফলের উপর নির্ভর করে না বরং সদৃষ্টি নিজের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ভালো এবং সদৃষ্টি বাহ্যিক কোনো লোভ বা প্রবৃত্তির থেকে অনেক মূল্যবান ও তাদের উর্ধ্বে।

অনুজ্ঞার প্রকার:- জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নীতিবিদ্যায় মানুষের নৈতিকতা প্রসঙ্গে তিন প্রকার অনুজ্ঞার ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। শর্তাধীন অনুজ্ঞা (Hypothetical Imperative), বাস্তব অনুজ্ঞা (Assertorical Imperative), এবং শর্তহীন অনুজ্ঞা (Categorical Imperative)। তার মধ্যে অন্যতম ও অনন্য হল 'Categorical Imperative' বা শর্তহীন অনুজ্ঞা। কান্টের মতে শর্তহীন অনুজ্ঞার ধারণা হল সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়ম, যা কোনো শর্ত, ব্যক্তিগত লাভ বা ফলাফলের উপর নির্ভর করে না। উক্ত তিন প্রকার অনুজ্ঞার ব্যাখ্যা-

শর্তাধীন অনুজ্ঞা:- শর্তাধীন অনুজ্ঞা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে (If I will this end, I ought to do such and such)^৬। যেমন- যদি তুমি চাকরি পেতে চাও তাহলে ভালো করে পড়াশোনা করো। এখানে পড়াশোনা করার বাধ্যবাধকতাটি কেবল চাকরি পাওয়ার উপর নির্ভর করছে। সুতরাং কেউ যদি চাকরি পেতে চায় তাহলে তাঁকে উক্ত শর্তাধীন অনুজ্ঞাটি পালন করতে হবে। অর্থাৎ এখানে কোন শর্তের উপর নির্ভর করে কোনো কাজকে বিচার করা হয়ে থাকে, যা কান্টের মতে সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না।

বাস্তব অনুজ্ঞা:- বাস্তব অনুজ্ঞা সাধারণত একই সাথে সকল মানুষের ফলাফলের জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন- মানুষ সাধারণত সুখ পেতে চায়। ফলে সুখ লাভ করতে হলে 'সুখ মানদণ্ড' বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সেই নিয়ম সকল মানুষকে পালন করতে হবে। এখানে সুখের মানদণ্ড হল ফলমুখী। তাই কান্টের মতে ফলমুখী কোনো নিয়ম সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না।

শর্তহীন অনুজ্ঞা:- কান্টের মতে শর্তহীন অনুজ্ঞা কোনো শর্ত বা ফলাফলের উপর নির্ভর করে না। শর্তহীন অনুজ্ঞা হল এক নিঃশর্ত আদেশ। কান্ট মনে করেন যে, শর্তহীন অনুজ্ঞা এমন এক সার্বজনীন নিয়ম, যা সকলের মানা উচিত। যেমন- 'সর্বদা সত্য কথা বলা উচিত'। কিন্তু এখানে কোনো শর্তের প্রয়োগ নেই। কেননা, শর্তহীন অনুজ্ঞা মানুষের বিবেকের অনুশাসন এবং যা সবসময় নিজের আলোকে আলোকিত। শর্তহীন অনুজ্ঞা কেবল সদৃষ্টির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং কান্ট মনে করেন যে, শর্তহীন অনুজ্ঞা কর্মের এমন এক মানদণ্ড যেখানে কেবল কর্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে (I ought to do such and such)^৭। কিন্তু সেই কর্তব্য পরিচালিত হওয়ার নিয়ম হল বিবেকের অনুশাসন। সেই বিবেকের অনুশাসন কোনো প্রশ্নমূলক, কোন আদেশমূলক এবং কোনো নীতিমূলক হবে না, তার মানদণ্ড হল কেবল সদৃষ্টি।

শর্তহীন অনুজ্ঞার সূত্র:-

১. সার্বজনীন নিয়ম:

^৬ H.J.Paton, *Kant: The Moral Law*, 21.

^৭ H.J.Paton, *Kant: The Moral Law*, 21.

‘Act only on that maxim through which you can at the same time will that it should become a universal law’⁸

অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করো, যার মাধ্যমে তুমি একই সাথে ইচ্ছা করতে পারো যে এটি একটি সার্বজনীন নিয়মে পরিণত হোক। সার্বজনীন নীতি হল একটি শর্তহীন আদেশ, যা কেবল আমাদেরকে সার্বজনীন নিয়ম অনুসারে কাজ করতে নির্দেশ করে। যা সকল যুক্তিশীল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেবল এমন কোন নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করি তাহলে এই নীতির যথাযথ ব্যবহার হয় না। সুতরাং এই নীতি আমাদেরকে কোন কাজের উদ্দেশ্যকে গ্রহণ ও বর্জন করে এবং একটি সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে ব্যাখ্যা করে। ফলে সার্বজনীন নিয়ম কেবল বিশেষ নৈতিক নিয়মকে শর্তহীন আদেশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে। যেখানে সাধারণ শর্তহীন আদেশ প্রয়োগ করা হয়। যেমন- ‘তুমি হত্যা করবে না’ ইত্যাদি সমস্ত নিয়মের মূলনীতি শর্তহীন আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২. প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়ম:

‘Act as if the maxim of your action were to become through your will a universal law of nature’⁹

এমনভাবে কাজ করো যেন তোমার কর্মের নীতি তোমার ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির এক সার্বজনীন নিয়মে পরিণত হয়। এই সূত্রটি পূর্ববর্তী নিয়মের অধীন হলেও তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেননা, এই নিয়মটি স্বাধীনতার নয় বরং প্রকৃতির একটি নিয়ম নির্দেশ করে। যদিও নৈতিকতার সার্বজনীন নিয়ম এবং প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতির নিয়ম মূলত কার্যকারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু কান্ট মনে করেন যে, আমাদের নীতিবাক্যগুলিকে প্রকৃতির নিয়মে ব্যাখ্যা করলে সেগুলিকে উদ্দেশ্যমূলক হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি মনে করেন যে, প্রকৃতি অথবা মানব প্রকৃতি মূলত অভিপ্রায়মূলক। কিন্তু অভিপ্রায়মূলক হলেও তা নিছক কোন যান্ত্রিক নিয়ম নয়। এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, একজন মানুষ নৈতিকভাবে ভালো। কেননা সে আবেগ দ্বারা কাজ করে না বরং সে এমন একটি নৈব্যক্তিক নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে যা তাঁর নিজের পাশাপাশি অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর নৈব্যক্তিক নীতি হল প্রকৃতির নিয়ম ও নৈতিকতার সারমর্ম।

৩. লক্ষ্যরূপে গণ্য করার নিয়ম:

‘Act in such a way that you always treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never simply as a means, but always at the same time as an end’¹⁰

প্রত্যেক বিচারশীল ব্যক্তি নিজে এবং অপরকে সবসময় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার করা উচিত, কখনো কোন উদ্দেশ্যের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি মনে করেন যে, মানুষ নিজে নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। কেননা, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব রয়েছে। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত তাঁর নিজেকে এবং অপরের মনুষ্যত্বকে লক্ষ্য রূপে ব্যবহার করা। এপ্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন যে, আত্মহত্যা করা কোন ব্যক্তির উচিত কাজ নয়। কেননা, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিজেকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু কখনো সে নিজেকে লক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করে না। এপ্রসঙ্গে কান্ট মনে করেন যে, কেবল সুখ লাভের উপায়ের জন্য জীবন ধারণ যেমন অনৈতিক তেমনি দুঃখমুক্তির উপায়ে

⁸ H.J.Paton, *Kant: The Moral Law*, 24.

⁹ H.J.Paton, *Kant: The Moral Law*, 25.

¹⁰ H.J.Paton, *Kant: The Moral Law*, 27.

জীবনকে হনন করাও অনৈতিক। তাঁর মতে একজন ব্যক্তির জীবন হল স্বতঃমূল্যবান। ফলে নিজেকে সর্বদা লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করে বেঁচে থাকাই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্যকর্ম ও উচিত কর্ম।

উক্ত নিয়মগুলির পর্যালোচনা:

১. প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্র ২. স্বয়ং লক্ষ্যের সূত্র এবং ৩. সার্বজনীন নিয়মের সূত্র। প্রথম সূত্রটি একটি নৈতিক নীতির আকারের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ নীতির সার্বজনীনতার সাথে যুক্ত। দ্বিতীয়টি বিষয়ের সাথে অর্থাৎ লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং তৃতীয়টি আকার এবং বিষয় উভয়ের সাথে যুক্ত। তবে সার্বজনীন নিয়মের সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, সার্বজনীন নিয়ম প্রাথমিকভাবে নৈতিক কর্মের প্রেরণা। আর অন্য নিয়মগুলির উদ্দেশ্য হল কর্তব্যের ধারণাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা। তবে সার্বজনীন নিয়ম অনুযায়ী বলা যায় যে, যা শর্তহীন আদেশ হিসাবে আমাদের নিয়ম অনুসরণ করতে নির্দেশ করে এবং যা আমরা যুক্তিবাদী সত্তা হিসেবে নিজেরা নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকি। তাই কান্টের মতে সার্বজনীন নিয়ম নৈতিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। কেননা, এই নিয়ম আমাদের স্বাধীনতার ধারণার দিকে নিয়ে যায় এবং আমরা নৈতিকতার অধীনে যুক্তিবাদী সত্তা হিসেবে আমাদের নিজস্ব প্রকৃতিকে প্রকাশ করি। এপ্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে, আমরা এই সার্বজনীনতার কারণে নিয়ম মানতে বাধ্য এবং যা সম্ভব কেবল শর্তহীন আদেশের ভিত্তিতে। তাঁর মতে একজন যুক্তিবাদী সত্তা নিজেই নিজের লক্ষ্য। ফলে যদি একজন যুক্তিবাদী সত্তা সম্পূর্ণ লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা অবশ্য সেই নিয়ম মানতে বাধ্য এবং যা আমাদের কাছে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদান করে।

উপসংহার:

উক্ত প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় যে, কান্টের নীতিবিদ্যায় কর্তব্যবাদ বা কর্তব্যমুখী নৈতিকতা মুখ্য আলোচ্য বিষয়। তাঁর মতে কর্তব্য হল নৈতিকতার একমাত্র মাপকাঠি এবং সেই কর্তব্য পরিচালিত হয় সদিচ্ছা বা বিবেকের অনুশাসনের দ্বারা। এপ্রসঙ্গে অনেকে মনে করেন যে, কান্টের কর্তব্যবাদ ও নীতি নির্ধারিত নিয়ম অনেকাংশে এক। কিন্তু এপ্রসঙ্গে কান্ট মনে করেন যে, এই দুইটি মত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা, কর্তব্যবাদ কোনো অংশে ফলাফলের পক্ষপাতিত্ব করে না। সেখানে কেবল কর্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর নীতি নির্ধারিত নিয়মের ক্ষেত্রে ভালো ও মন্দের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। ফলে দুটি মত কখনো এক হতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, কর্তব্যবাদ কী একমাত্র নীতি নির্ধারণের মাপকাঠি? আবার কর্তব্য যদি নীতি নির্ধারণের মাপকাঠি হয় তাহলে আমাদের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তা পালন করা কী সম্ভব?

এপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, কর্তব্য একমাত্র নীতি নির্ধারণের মাপকাঠি কি না তা আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত কর্ম করে থাকি সেই কর্মের সাথে কোনো না কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ফলাফলের বিষয় যুক্ত থাকে এবং সেভাবে আমরা আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এগিয়ে যাই। আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে ফলাফল এবং কর্তব্য দুটি দিকের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে কর্তব্য একমাত্র নীতি নির্ধারণের মাপকাঠি হলে মানুষের কর্ম প্রবৃত্তি কমবে কি না তা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, নীতিবিদ্যা আলোচনার ক্ষেত্রে কর্তব্য এবং ফলাফল উভয়ের গুরুত্ব রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে কর্তব্য এবং ফলাফল উভয়ই ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Abbott, Thomas Kingsmill. Kant's Critique of Practical Reason and other Works on the Theory of Ethics. Longmans, Green, And Co., London, 1898.

2. Paton, H.J. Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals. B. I. Publications, New Delhi, 1979.
3. Smith, N. K. Immanuel Kant's Critique of Pure Reason. Macmillan and Co., London, 1929.
4. Das, Rasvihary. Kant's Critique of Pure Reason. Progressive Publishers, Kolkata, 1958.
5. Gayen, Bhabesh. Obligation and Free Will: A Philosophical Study. Journal perpajakan dan keuangan publik, 2025.
6. সরকার, প্রহ্লাদ। কান্টের দর্শন। দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, সংশোধিত মুদ্রণ, ২০১০।
7. চক্রবর্তী, সোমনাথ। নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা। প্রথেসিড পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬।
8. গায়েন, ভবেশ। মূল্যবোধ ও সুস্থ সমাজ: প্রেক্ষাপট কান্টের নীতিতত্ত্ব। এবং মজ্জা - মার্চ, ২০২১।